সম্পাদকীয়

প্রথম আলো
বুধবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩
editorial@prothom-alo.info

বদলে যাও বদলে দাও

শিক্ষা-ব্যবসায় ছাত্রলীগ

ছাত্ররাজনীতির এই অসুস্থ ধারা বন্ধ হোক

চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির ক্ষেত্রে সরকারপন্থী ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের দৌরাত্ম্য বর্তমান সরকারের আমলে সর্বাধিক সমালোচিত বিষয়গুলোর একটি। চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের বিভিন্ন পক্ষে হানাহানিতে হত্যার মতো গুরুতর অপরাধও সংঘটিত হয়েছে। ছাত্রলীগের এসব অছাত্রসুলভ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন একাধিকবার। এমনকি এই সংগঠনের অভিভাবকের পদও তিনি পরিত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও ছাত্রলীগের দৌরাত্ম্য কমেনি। কারণ, তাদের অনধিকারচর্চা, অন্যায় আচরণ ও অপরাধকর্ম থেকে নিবৃত্ত করতে বাস্তবে কোনো ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের যেন বা আইনের ঊর্ধ্বেই থাকতে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের কর্মীদের দখলবাজি, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির ঘটনাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এসব নিয়ে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রাণঘাতী ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও অপরাধীদের শাস্তি পাওয়ার নজির খুবই কম।

ছাত্রলীগের অনধিকারচর্চার আরও একটি দৃষ্টান্তের খবর প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গলবারের *প্রথম আলোয়*। সংগঠনটির সাবেক ও বর্তমান কমিটির অন্তত ১০ জন নেতার বিরুদ্ধে শিক্ষা-ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ছাত্রলীগ একটি ছাত্রসংগঠন। এর নেতা-কর্মীদের নিয়মিত শিক্ষার্থী হওয়ার কথা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা [illegible] হয়েছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা এবং যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে, সেগুলোর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, আয়-ব্যয় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করাই এর লক্ষ্য।

শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এই প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক প্রভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়া হলে টাকার বিনিময়েও অনুমোদন সহজলভ্য হয়ে ওঠে। বাস্তবে সেটা হয়েছে বলেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন ৭১। এগুলোর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আসলে সনদ বিক্রির প্রতিষ্ঠান, পড়াশোনার সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্কই নেই। এভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'লাভজনক ব্যবসায়' পরিণত হয়েছে, যার মোদ্দা কথাটিই হচ্ছে 'ফাঁকি'।

পড়াশোনা না করেই যাঁরা উচ্চশিক্ষার সনদ পেতে চান, সেসব 'শিক্ষার্থী'র ব্যাপারে বলার কিছু নেই। কিন্তু যেসব শিক্ষার্থী মা-বাবার কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, তাঁদের প্রতারিত হওয়া কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। রাজনৈতিক প্রভাবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়ে আসলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণার ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত করা হচ্ছে, যা কোনো সরকার করতে পারে না। ছাত্রলীগসহ সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও তাদের আত্মীয়স্বজনের সম্পৃক্ততায় এমন 'শিক্ষা-ব্যবসা' দেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হচ্ছে। এগুলো অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত।

আর ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হাত থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ সব শিক্ষাঙ্গনকে রক্ষা করার স্থায়ী কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হোক।